কেস স্টাডি :

১।ক)নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখ ।

রূপময়ী বাংলার প্রকৃতি । এই রূপে মুগ্ধ হয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর

বাংলায় ছয় ঋতু। প্রথম ঋতুর আবির্ভাব হয় গ্রীষ্মে । তাই ঋতুর নাম গ্রীষ্ম । বছরের প্রথম দুই মাস বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস নিয়ে গ্রীষ্ম । গ্রীষ্মের প্রখর তাপপ্রবাহে মাঠ-ঘাট খাঁ খাঁ করে । এরই মধ্যে বৈশাখের রক্তচক্ষু ম্লান করে উপস্থিত হয় কালবৈশাখী । একদিকে সূর্যের বহ্নিশিখা, অপরদিকে কালবৈশাখীর পৃথিবী কাঁপানো রণদামামা । এমন রুদ্র সুন্দর প্রকৃতির ডালি ভরে ওঠে আম, জাম, কাঁঠালের সরসতায় । জুঁই, চাঁপা, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধার সৌরভে সৌরভিত হয় পল্লীর গৃহকোণ ।গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা। কালো মেঘের পাখায় ভর করে অফুরন্ত বৃষ্টির ধারা নিয়ে, সবুজের সম্ভার নিয়ে হয় বর্ষার আবির্ভাব। আষাঢ়-শ্রাবণকে বর্ষাকাল বলা হলেও, বস্তুত ভাদ্রমাস পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। বর্ষায় নবীন জলধারার স্পর্শে প্রকৃতি সবুজ পোশাকে সাজে। বর্ষা কৃষির উপযোগী ঋতু। তাই বর্ষা সমাগমে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে।

প্রশ্নমালা :

i)'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' লিখেছেন -

A)রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর B)জীবনানন্দ দাশ C) সুকুমার রায় D)সত্যজিৎ রায়

ii)কালবৈশাখী দেখা যায় ...

A) গ্রীষ্ম C)বর্ষা C)শরৎ D)হেমন্ত ঋতুতে

iii)বর্ষা ঋতুর বিস্তৃতি দেখা যায়-

A) আষাঢ় -শ্রাবণ B) বৈশাখ -জ্যৈষ্ঠ C) আষাঢ় -মাঘ D)আষাঢ়-ভাদ্র

iv)বর্ষা সমাগমের মুখে হাসি ফুটে ওঠে -

A) কামারের B)কৃষকের C)কুমোরের C)শিক্ষকের

v) গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায় না -

A)জুঁই B)চাঁপা C)গন্ধরাজ D)শিউলি ফুল

vi)মন্তব্য:বর্ষা সমাগমে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে।

কারণ: ক) বর্ষায় রুদ্র সুন্দর প্রকৃতির ডালি ভরে ওঠেখ)বর্ষা কৃষির উপযোগী ঋতু।

A) মন্তব্য ঠিক কারণ ক ঠিক B) মন্তব্য ঠিক কারণ খ ঠিক C) মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ভুল D) মন্তব্য ঠিক কারণ ক ও খ ভুল।

কেস স্টাডি :

খ)নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখ ।

১৪৬৯ সালের ২০শে অক্টোবর বেদী ক্ষত্রী গোত্রের এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তার জন্মস্থান পাকিস্তানের লাহোরের নিকটে অবস্থিত রায় ভয়দি তালবন্দী গ্রামে । বর্তমানে এই গ্রামের নাম গুরুর নামানুসারে নানকানা সাহেব রাখা হয়েছে । তাঁর পিতার নাম মেহতা কল্যাণ দাস বেদী । গুরু নানক ছিলেন প্রথম দশজন শিখ গুরুর একজন। গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাবা নানক নামেও পরিচিত। প্রতি বছর তার জন্মদিন বিশ্বব্যাপী গুরু নানক গুরুপূরব হিসেবে পালিত হয় এবং ভারতে এটিকে গুরু নানক জয়ন্তী হিসেবে স্মরণ করা হয়। অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির শিখ ধর্মের একটি চমৎকার আধ্যাত্মিক স্থান এবং এটি হরমন্দির সাহিব, দরবার সাহেব বা সুভরান মন্দির নামেও পরিচিত।তিনি জাতি, লিঙ্গ বা ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সমতার ধারণা প্রচার করেছিলেন।গুরু নানকের শিক্ষাগুলি শিখ ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহিবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।গুরু নানক 22শে সেপ্টেম্বর, 1539 তারিখে কর্তারপুরে মারা যান।

প্রশ্নমালা :

i)বর্তমানে রায় ভয়দি তালবন্দী গ্রামের নাম গুরু নানকের নামানুসারে রাখা হয়েছে-

A)গুরু সাহেব B)নানক সাহেব C)নানকানা সাহেব

D)সাহেব নানক সাহেব

ii)গুরু নানক ছিলেন -

A)বৌদ্ধ B)শিখ C)খ্রিস্টান C)জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

iii)শিখ ধর্মের একটি চমৎকার আধ্যাত্মিক স্থান হল অমৃতসরের-

A) হরমন্দির সাহিব B)দরবার সাহেব C) সুভরান মন্দির D) abc,d সবকটি সঠিক

iv)গুরু নানকের শিক্ষাবলি যে গ্রন্থে লেখা রয়েছে -

A)গ্রন্থ সাহিব B) গুরু সাহিব C)গুরু গ্রন্থ সাহিব D)গুরু সাহিব গ্রন্থ ।

v)গুরু নানক জীবিত ছিলেন -

A) ৬৭ B)৮৭ C)৭৬ D)৭০বছর

vi) মন্তব্য:শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গুরু নানক ।

কারণ: ক)গুরু নানক জয়ন্তী ও গুরুপূরব সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।খ)তিনি বাবা নানক নামেও পরিচিত ।

A) মন্তব্য ঠিক কারণ ক ঠিক B) মন্তব্য ঠিক কারণ খ ঠিক C) মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ভুল D) মন্তব্য ঠিক কারণ ক ও খ ভুল।